بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

সংখ্যা
26

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1 লা সেপ্টেম্বর, 2016 1 তাবুক,1395 হিজরী শামসী 28 যুল কাদা 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আসমানী সাক্ষ্য এবং কুরআন শরীফের নিশ্চিত যুক্তিপূর্ণ আয়াত এবং সুস্পষ্ট অকাট্য হাদীস আমার নিজেকে মসীহ মাওউদ রূপে মানিয়া লইতে বাধ্য করিল। তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন-ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমার ইহা (মসীহ) হওয়ার বাসনা কখনো ছিল না। আমি গোপনীয়তার নিভৃত কক্ষে ছিলাম এবং কেহই আমাকে চিনিত না, আর না আমার এই আকাঙ্খা ছিল যে, কেহ আমাকে চিনুক। তিনি আমাকে একাকীত্বের নিভৃত কোণ হইতে জোর করিয়া বাহির করিলেন। আমি চাহিয়াছিলাম যে, আমি গোপন থাকিব এবং গোপনে মরিব। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে সমগ্র জগতে মর্যাদার সহিত খ্যাতি দান করিব।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এখন আমি কতিপয় ঐ সকল কুপ্ররোচনার উত্তর দিতেছি, যাহার উত্তর কোন কোন সত্যান্বেষী আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ঐ সকল কুপ্ররোচন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পাতিয়ালার এসিস্টেন্ট সার্জন আব্দুল হাকিম খান তাহার লেখার বা বক্তৃতার মাধ্যমে লোকদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়াছে। সে নিজে ধর্মত্যাগী হওয়ার ব্যাপারে এইরূপ মোহর লাগাইয়া দিয়াছে যে, সম্ভবতঃ ইহার ওপরই এখন তাহার যবনিকার পতন হইবে। শাহজাহানপুরের মুন্সী বুরহানুর হক সাহেবের বার বার বলায় আমি কয়েকটি কুপ্ররোচনার জবাব লিখিয়াছি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত এই ব্যাপারে আমাকে চিঠি দিয়াছেন। অতএব নিম্নে আমি মুন্সী বুরহানুল হকের চিঠির আসল লেখা প্রত্যেক প্রশ্নের সহিত লিখিয়া উহার জবাব দিতেছি আল্লাহ্‌র তৌফিকের সহিত।

প্রশ্ন (১) : তিরিয়াকুল কুলুব পুস্তকের ১৫৭ পৃষ্ঠায় (যাহার আমার পুস্তক) লিখিত আছে- এই স্থলে যেন কাহারো ভুল ধারণা না হয় যে, আমি এই বক্তৃতায় নিজেকে হযরত মসীহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি। কেননা ইহা একটি আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব, যাহা গয়ের নবীকে (অনবীকে–অনুবাদক) নবীর ওপর প্রদান করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া রিভিউ এর প্রথম খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, খোদা এই উম্মতের মধ্য হইতে প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি ঐ প্রথম মসীহের চাইতে সকল স্বীয় গৌরবে অনেক উচ্চাসীন। অতঃপর রিভিউর ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আমি কসম করিতেছি ঐ সত্তার যাহার হস্তে আমার প্রাণ আছে, যদি মসীহ ইবনে মরিয়ম আমার যুগে আসিতেন তবে যে কাজ আমি করিতে পারি তিনি কখনো তাহা করিতে পারিতেন না এবং যে নিদর্শন আমা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তিনি কখনো তাহা দেখাইতে পারিতেন না। সংক্ষেপে আপত্তি এই যে, এই দুইটি উদ্ধৃতিতে স্ববিরোধীতা রহিয়াছে।

উত্তর: স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তা'লা উত্তমরূপে অবগত আছেন এই ব্যাপারে না আমার কোন আনন্দ আছে, না ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন আছে যে, আমি মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) বলিয়া কথিত হই বা নিজেকে মসীহ ইবনে মরিয়মের চাইতে উত্তম সাব্যস্ত করি। খোদা স্বীয় পবিত্র ওহীতে নিজেই আমার আত্মাকে সংবাদ দিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন- قُلْ اُجَرِّدُ نَفْسِیْ مِنْ ظُرُوْبٍ

অর্থাৎ ইহাদিগকে বলিয়া দাও, আমার অবস্থা তো এই যে, আমি নিজের জন্য কোন পদবী চাহি না। অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য ও আমার লক্ষ্য এই সকল ধ্যান-ধারণা হইতে উচ্চাঙ্গীন এবং কোন পদবী দেওয়া খোদার কাজ। ইহাতে আমার হাত নাই। বাকী রহিল এই বিষয় যে, এইরূপ কেন লেখা হইল এবং কথার মধ্যে এই স্ববিরোধীতা কেন সৃষ্টি হইয়া গেল? অতএব এই বিষয়টি মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লও, ইহা এই ধরণের স্ববিরোধীতা যেমন বারাহীনে আহমদীয়া আমি লিখিয়াছিলাম যে, মসীহ ইবনে মরিয়ম আকশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু আমি পরে লিখিলাম যে, আগমণকারী মসীহ আমিই। এই স্ববিরোধীতা কারণও ইহাই ছিল যে, যদিও খোদা তা'লা বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার নাম ঈসা রাখেন এবং ইহাও বলেন, তোমার আগমণের সংবাদ খোদা ও রসুল দিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু মুসলমানদের একটি দল এই বিশ্বাসের উপর একত্রিত হইয়াছিল এবং আমারও এই বিশ্বাসই ছিল যে, হযরত ঈসা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন, যেহেতু আমি খোদার ওহীকে বাহ্যিকভাবে করিতে চাহি নাই, বরং এই ওহীর রূপক ব্যাখ্যা করিলাম এবং নিজের বিশ্বাস তাহাই রাখিলাম যাহা সাধারণ মুসলমানদের ছিল। ইহাই আমি বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশ করিলাম। কিন্তু ইহার পর এই ব্যাপারে বৃষ্টির ধারার ন্যায় খোদার ওহী অবতীর্ণ হইল যে, ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ যাহার আগমণের কথা ছিল সে মসীহ তুমিই। ইহার সাথে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত হইল এবং যমীন ও আকাশ উভয়েই আমর সত্যায়নের জন্য দাঁড়াইয়া গেল এবং খোদার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন এই বিশ্বাসে আসিতে আমাকে বাধ্য করিল যে, শেষ যুগের আগমণকারী মসীহ আমিই। নচেৎ আমার বিশ্বাস তো উহাই ছিল, যাহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর আমি ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া যখন এই ওহীকে কুরআন শরীফে প্রয়োগ করিলাম তখন নিশ্চিত যুক্তিপূর্ণ আয়াত দ্বারা প্রমানিত হইল যে, মসীহ ইবনে মরিয়ম প্রকৃতপক্ষে মরিয়া গিয়াছেন এবং শেষ খলীফা মসীহ মাওউদ নামে এই উম্মত হইতেই আগমণ করিবেন। সূর্য উদিত হইলে যেভাবে কোন অন্ধকারই আর থাকে না, সেভাবে শত শত নিদর্শন ও আসমানী সাক্ষ্য এবং কুরআন শরীফের নিশ্চিত যুক্তিপূর্ণ আয়াত এবং সুস্পষ্ট অকাট্য হাদীস আমার নিজেকে মসীহ মাওউদ রূপে মানিয়া লইতে বাধ্য করিল। তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন-ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমার ইহা (মসীহ) হওয়ার বাসনা কখনো ছিল না। আমি গোপনীয়তার নিভৃত কক্ষে ছিলাম এবং কেহই আমাকে চিনিত না, আর না আমার এই আকাঙ্খা ছিল যে, কেহ আমাকে চিনুক। তিনি আমাকে একাকীত্বের নিভৃত কোণ হইতে জোর করিয়া বাহির করিলেন। আমি চাহিয়াছিলাম যে, আমি গোপন থাকিব এবং গোপনে মরিব। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে সমগ্র জগতে মর্যাদার সহিত খ্যাতি দান করিব। অতএব ঐ খোদাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি এইরূপ কেন করিলে? ইহাতে আমার কী অপরাধ? অনুরূপভাবে প্রথম দিকে আমার এই বিশ্বাসই ছিল যে, মসীহ ইবনে মরিয়মের সহিত আমার তুলনা হইতে পারে না। তিনি নবী এবং খোদার সম্মানিত নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন বিষয়ে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হইত তবে আমি উহাকে আংশিক শ্রৈষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করিতাম। কিন্তু পরবর্তীতে বারি ধারার ধারার ন্যায় অবতীর্ণ খোদা তা'লার ওহী আমাকে এই বিশ্বাসের উপর কায়েম থাকিতে দিল না এবং তিনি আমাকে সুস্পষ্টভাবে নবীর উপাধি দান করেন। কিন্তু ইহা এইভাবে যে, একদিক হইতে আমি নবী এবং একদিক হইতে উম্মতি।* খোদা তা'লার ওহীর কোন কোন উদ্ধৃতি আমি নমুনাস্বরূপ আমি এই পুস্তকেও লিখিয়াছি। এইগুলি দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মসীহ ইবনে মরিয়মের তুলনায় খোদা তা'লা আমার সম্পর্কে কি বলেন। আমি খোদা তা'লার ২৩ বছরের ক্রমাগত ওহীকে কিভাবে রদ করিতে পারি? আমি তাহার এই পবিত্র ওহীর উপর এইভাবে ঈমান রাখি যেভাবে খোদার ঐ সকল ওহীর উপর ঈমান রাখি যাহা আমার পূর্বে অবর্তীণ হইয়াছে। আমি ইহাও দেখিতেছি যে, মসীহ ইবনে মরিয়ম মূসা (আা.)-এর শেষ খলীফা এবং আমি শেষ খলীফা ঐ নবীর, যিনি রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য খোদা আমাকে ইহার চাইতে কম রাখিতে চাহিলেন না। আমি উত্তমরূপে অবগত আছি যে, আমার এই সকল কথা ঐ সকল লোক সহ্য করিবে না, যাহাদের হৃদয়ে হযরত মসীহের ভালবাসা পূজার পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। কিন্তু

এরপর দুইয়ের পাতায় ...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পূর্ণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য

জামাতের সদস্যগণ নিশ্চয় অবগত আছেন যে, তাহরীকে জাদীদের বছর ১লা নভেম্বর আরম্ভ হয়ে ৩১শে অক্টোবর সমাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চলতি বছর শেষ হতে আর মাত্র আড়াই মাস সময় অবশিষ্ট রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

" কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লা বলেন, সেই সমস্ত অঙ্গিকার যা খোদা তা'লার সাথে করা হয়ে থাকে সেগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে ব্যক্তি অঙ্গিকার করেনি সে দূর্বল আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সে হীন। কিন্তু যে-ব্যক্তি অঙ্গিকার করা সত্বেও সেই অঙ্গিকার পূর্ণ করে নি সে অপরাধী। খোদা তা'লা তাকে শাস্তি দিবেন। অতএব অঙ্গিকার কোন তুচ্ছ বিষয় নয়। প্রথমত এটিই পরিতাপের বিষয় যে, এত মহান কাজ অথচ তুলনামূলকভাবে কতই না তুচ্ছ (আমাদের) ত্যাগ। দ্বিতীয়তঃ এর থেকেও পরিতাপের বিষয় হল সেই অঙ্গিকার পুরণ করার দিকে খুব কম মনোযোগ থাকে।"

(তাহরীকে জাদীদ এক এলাহী তাহরীক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫০)

তিনি আরও বলেন: " যদি তোমরা আহমদীয়াতকে সততার সঙ্গে গ্রহণ করে থাক তবে হে পুরুষ ও মহিলাগণ! তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য আমার সহায়তা করা তোমাদের কর্তব্য। আকাশ ও পৃথিবীর খোদা সাক্ষী আছেন, আমি যা কিছু বলছি তা আমার নিজের জন্য নয়। বরং খোদা তা'লা এবং ইসলামের জন্য বলছি। রসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য বলছি। তোমরা এগিয়ে এসে নিজেদের দেহ, প্রাণ ও সম্পদ খোদা এবং তাঁর রসুলের পথে উৎসর্গ কর।" (কিতাব পাঁচ হাজারী মুজাহিদীন, পৃষ্ঠা-৮)

সমস্ত জেলা আমীর ও স্থানীয় আমীর, সদর সাহেবগণ, তাহরীকে জাদীদের জেলা স্তরীয় এবং স্থানীয় সেক্রেটারীগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গিকারের একশ শতাংশ চাঁদা আদায় করার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করুন যাতে জামাত আহমদীয়া ভারত নিজেদের অসাধারণ ঐতিহ্যকে বজায় রেখে খলীফা প্রদত্ত চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা পুরণ করতে সক্ষম হয় এবং আমরা প্রিয় ইমামের মকবুল দোয়ার সমধিক অংশ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। ওয়া বিল্লাহিত্ তৌফিক।

আল্লাহ তা'লা জামাতের সকল নিষ্ঠাবান সদস্যদের অপার করুনা ও বরকতের অংশীদার করুক। আমীন॥

(ওকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান)

সৈয়্যদান হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-নির্দেশ

" সাবালকত্ব অর্জন করার পর বাচ্চারা যখন ওয়াকফীনে নও এবং জামাতী প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে তখন তাদের যেন তাদের মাথায় এই বিষয়টি প্রবিষ্ট হয়ে যায় যে, তারা কেবল মাত্র ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করবে। সমধিক বাচ্চার মস্কিষ্কে যেন প্রবেশ করানো হয় যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা। ওয়াকফীনে নও বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ধর্মের শিক্ষার জন্য জামাতের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাওয়া আবশ্যক। ওয়াকফীনে নওয়ের মধ্যে জামেয়াতে যাওয়ার সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৩, স্থান: বায়তুল ফুতুহ)

(নাযির তালীম, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

একের পাতার পর....

আমি তাহাদের পরোয়া করি না। আমি কি করিব! আমি কীভাবে খোদার আদেশ ত্যাগ করিতে পারি। আমাকে যে জ্যোতিঃ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমি কীভাবে অন্ধকারে আসিতে পারি। মোট কথা এই যে, আমার কথায় কোন স্ববিরোধীতা নাই। আমি খোদা তা'লার ওহীর অনুসরণকারী। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ইহা দ্বারা জ্ঞান লাভ করি নাই আমি উহাই বলিয়া আসিতেছিলাম, যাহা আমি প্রথম দিকে বলিয়াছি। যখন আমি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হই তখন আমি উহার বিপরীত কথা বলিলাম। আমি মানুষ। আমি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত-এইরূপ দাবী আমার নাই। ইহাই সঠিক ব্যাপার। যে চাহে গ্রহন করুক বা না করুক। আমি জানি না খোদা কেন এইরূপ করিলেন। হ্যাঁ, আমি এতটুকু জানি যে, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে আকাশে খোদা তা'লার আত্মাভিমান খুব ভড়কাইয়া উঠিতেছে। তাহারা আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে ঐ সকল অবমাননাকারী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে যে, ঐ সময় নিকটবর্তী যখন ইহাতে আকাশ ফাটিয়া যাইবে। অতএব, খোদা দেখাইতেছেন যে, এই রসুলের নগণ্য দাস ইসরাঈলী মসীহ ইবনে মরিয়মের চাইতে বড়। এই কথায় যে-ব্যক্তির ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হয় তাহার স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে মরিয়া যাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু খোদা যাহা চাহিয়াছেন তাহা করিয়াছেন এবং যাহা চাহেন তাহা করেন। তুমি এইরূপ কেন করিলে -এই আপত্তি করার শক্তি কি মানুষের আছে?

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৫)

মালি হিসেবে খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সৌন্দর্যায়ন বিভাবে মালি নিয়োগ করছে। যে সমস্ত ব্যক্তি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় মালি হিসেবে (চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী) খিদমত করতে ইচ্ছুক তারা নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী আবেদন পত্র জমা দিতে পারেন।

১) প্রত্যাশীর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই।

২) প্রত্যাশীর বয়স ২৫ বছরের নীচে হওয়া আবশ্যক। জন্ম শংসাপত্র দিতে হবে।

৩) সেই সমস্ত প্রত্যাশীই খিদমতের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে যারা কর্মী নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হবে।

৪) সেই সমস্ত প্রত্যাশীই খিদমতের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে যারা নুর হাসপাতাল কাদিয়ানে মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

৫) প্রত্যাশী কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজেই বহন করবে।

৬) যদি কোন প্রত্যাশী জামাতের কোন কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত হন তবে সেক্ষেত্রে তাকে কাদিয়ানে বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

নির্দিষ্ট আবেদন পত্র নাযারাত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কাছ থেকে চেয়ে পাঠান। এই ঘোষণার দুই মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলিকেই গ্রাহ্য করা হবে।

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

বিস্তারিত জানতে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

মোবাইল: ০৯৮১৫৪৩৩৭৬০

টেলিফোন: ০১৮৭২-৫০১১৩০

E-Mail: nazaratdiwanqdn@gmail.com

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা ২০১৬-এর তারিখ ঘোষণা

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-কাদিয়ান দারুল আমানে নিম্নোক্ত দিনগুলিতে অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজনের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেকেই এই আধ্যাত্মিক সমারোহে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিন।

* ইজতেমা লাজনা ইমাউল্লাহ ভারত ও নাসেরাতুল আহমদীয়া: ১৫ ই অক্টোবর থেকে ১৭ই অক্টোবর ২০১৬ (যথাক্রমে শনি, রবি ও সোমবার)

*ইজতেমা খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া ভারত: ১৫ ই অক্টোবর থেকে ১৭ই অক্টোবর ২০১৬ (যথাক্রমে শনি, রবি ও সোমবার)

*ইজতেমা মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত: ১৮ ই অক্টোবর থেকে ২০ শে অক্টোবর, ২০১৬। (যথাক্রমে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার)

*ইজতেমা খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া ভারত: ১৫ ই অক্টোবর থেকে ১৭ই অক্টোবর ২০১৬ (যথাক্রমে শনি, রবি ও সোমবার)

তবলীগকে ব্যাপকতর কর

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তবলীগ ব্যপকতর করা প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদেরকে নসীহত করে বলেন:

" তোমরাও যদি খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, তাহাজ্জুদ গুজার হও এবং যিকরে ইলাহীর উপর গুরুত্ব প্রদান কর তবে তোমাদের আশপাশের মানুষ তোমাদের কাছে দোয়া করাবে, তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তাদের হৃদয়ে তোমার পুণ্যময় জীবনের প্রভাব পড়বে। এখন তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন নিজস্ব সত্তাকে ভুলে যায়। বরং সে যেন বিশ্বাস করে যে, এই দেশে সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও হযরত রসুলে আকরম (সা.)-এর প্রতিনিধি। অতএব নিজেদের মর্যাদাকে উপলব্ধি কর এবং আমাকে এই সুসংবাদ প্রেরণ কর যে, খোদা তা'লা তোমাদের কথায় এমন শক্তি দিয়েছেন যার ফলে দলে দলে মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে এবং তোমাদের ঈমানকে এত শক্তি প্রদান করেছেন যে, আর্থিক অবস্থা প্রতিদিন উন্নত হয়ে চলেছে এবং তবলীগের ধারা ব্যাপকতর হচ্ছে।"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৪-৪০৫)

(নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

আজকাল পৃথিবীর অবস্থা খুব দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর কারণ হচ্ছে মুসলমানদের কিছু গোষ্ঠি। মুসলমান দেশ সমূহের রাষ্ট্রপ্রধানরা এটি বোঝে না যে, ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো তাদেরকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা করছে। ইসলাম এবং জিহাদের নামে যে অন্যায়,অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এসবের দূরতম সম্পর্কও নেই। অনুরূপভাবে যেসব সরকার নিজেদের লোকদের ওপর যুলুম করছে তাদেরও ইসলামী শিক্ষার সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

ইসলাম, যা শান্তি এবং সুবিচারের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মহান পতাকাবাহী, যা মুসলিম সরকারকে শিক্ষা দেয় যে, শান্তি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তারা এই শান্তি এবং ন্যায়-নীতিকে মারাত্মকভাবে পদদলিত করছে।

আজকাল সকল মুসলমান দেশে যেসব ফিতনা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছে আর স্বার্থপররা সেটিকে যেভাবে কাজে লাগাচ্ছে এর কারণ হলো সরকার জনসাধারণের কল্যাণ এবং মঙ্গলার্থে কাজ করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

যদি কুরআনের শিক্ষা নিয়ে প্রণিধান না করা হয়, যদি মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন না করা হয় তবুও চিন্তা-ভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়াই হল বুদ্ধিমত্তার কাজ। এটি লক্ষ্য করুন যে, মুসলমান দেশগুলির মধ্যে মতভেদ, অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করার কারণে আখের কাদের লাভ হচ্ছে। কিন্তু এরা বোঝে না। সুতরাং এসব মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর জন্য এই দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো পাশ্চাত্যে নিরীহ লোকদের হত্যা করার এক পাশবিক এবং নিষ্ঠুর খেলায় মত্ত থেকে ইসলামকে চরমভাবে দুর্নাম করা শুরু করেছে।

ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য হয়তো ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলোই অমুসলিম বিশ্বে এদের দ্বারা এমন কাজ করাচ্ছে- এমনটি হওয়াও অসম্ভব নয়। এর ফলে ইসলামও বদনাম হবে আর এরাও সাহায্যের নামে এবং পৃথিবীকে সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করার নামে এসব দেশে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ লাভ পাবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধর্মের নাম রেখেছেন ইসলাম, আর এই নামই সন্ত্রাস, বলপ্রয়োগ এবং সহিংসতাকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানায় আর শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়। ইসলামের অর্থই হলো শান্তিতে বসবাস করা এবং অন্যের জন্য শান্তির বিধান করা।

পৃথিবীর মন যদি জয় করতে হয়, যদি পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার আর বিস্তার করতে হয় তাহলে তা কেবল ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। সহিংসা, কট্টরপন্থা, উগ্রতা এবং আলেমদের নিজেদের বানানো শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। কিন্তু এই পথ কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগের ইমাম রূপে প্রেরণ করেছেন। ন্যায়-নীতি একমাত্র তিনিই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, ন্যায় বিচারক এবং হাকাম ও আদাল হিসেবে পাঠিয়েছেন। ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তিনিই বলবৎ করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন।

আহমদীদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের নামে এই বিভ্রান্ত শ্রেণীর প্রতিটি আক্রমণ যেন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রতি আমাদের মনোযোগী করে তোলে। ইসলামের সুনাম হানিকর এমন প্রত্যেকটি কর্মের পর পৃথিবীর মানুষকে আমাদের অবগত করতে হবে যে, আমার ধর্ম শান্তি এবং সৌহার্দ্য আর নিরাপত্তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের প্রত্যেককে এই কথা বলতে হবে। যদি ইসলামের অনুসারীদের কেউ এমন করে যা শান্তি এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বা ধ্বংস করে তাহলে তা সেই ব্যক্তি বা সেই গোষ্ঠির ব্যক্তিগত এবং স্বার্থপরতামূলক আচরণ হবে। ইসলামী শিক্ষার সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

বিরোধিতার এই যুগে, যখন ইসলামেরও বিরোধিতা হচ্ছে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে আর আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরও বিরোধিতা হচ্ছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে, এতে আমাদেরকে পরম প্রজ্ঞা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে কার্য সাধন করতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম সেই ধর্ম যা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনরুত্থান এখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমেই হচ্ছে এবং হবে। খোদা তা'লা এটিই নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত আর একই সাথে এই দোয়াও করা উচিত যে, এই উন্নতির দৃশ্য যেন আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই দেখতে পাই আর আমাদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন এই উন্নতিকে দূরে ঠেলে না দেয়। সুতরাং নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা এবং খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণের জন্য আমাদের অনেক পরিশ্রম এবং দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

কুরআন মজীদ, আহাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে কতিপয় দোয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। বেলিযের মাননীয় এভান ভেরনান সাহেব, মাননীয় সৈয়্যদ নাদির সৈয়্যদাঈন (রাবোয়া) এবং মাননীয় নাযির আহমদ সাহেব আয়ায (নিউ ইয়র্ক)-এর মৃত্যু। মরহূমীনদের সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ২৯ শে জুলাই , ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২৯ ওফা,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল পৃথিবীর অবস্থা খুব দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর কারণ হচ্ছে মুসলমানদের কিছু গোষ্ঠি। মুসলমান দেশ সমূহের রাষ্ট্রপ্রধানরা এটি বোঝে না যে, ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো তাদেরকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা করছে। ইসলাম এবং জিহাদের নামে যে

অন্যায়,অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এসবের দূরতম সম্পর্কও নেই। অনুরূপভাবে যেসব সরকার নিজেদের লোকদের ওপর যুলুম করছে তাদেরও ইসলামী শিক্ষার সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। তারাও ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করছে। ইসলামে কোথায় লেখা আছে যে, নিরীহ লোকদেরকে হত্যা কর? আর ইসলামের নামে এরা কেবল অমুসলিমদেরই হত্যা করছে না, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমানদের গণহত্যা হচ্ছে। নিরীহ মানুষ, বড়, ছোট, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, নারী সবাই এর শিকারে পরিণত হচ্ছে। মুসলমান দেশগুলোর শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। আর ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো এটিই চায় যে, মুসলমান রাষ্ট্রগুলো যেন কখনও শক্তিশালী না হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে বা শান্তি ও নিরাপত্তার দিক থেকে ইসলামী সমাজ যেন দৃঢ়তা লাভ করতে না পারে।

মুসলমান রাষ্ট্র সমূহের কর্ণধার এবং তাদের লালিত পালিত আলেমরা ইসলামী শিক্ষাকে বোঝে না আর বোঝার চেষ্টাও করে না। আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরীত যুগের ইমাম এবং পথ-প্রদর্শনকারীর কথা শোনার জন্য তারা প্রস্তুত নয়, যাকে স্বয়ং খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতে যা ঘটছে আর আমরা যা দেখছি তা আমি পূর্বেই বলেছি। ইসলাম, যা শান্তি এবং সুবিচারের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মহান পতাকাবাহী, যা মুসলিম সরকারকে শিক্ষা দেয় যে, শান্তি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তারা এই শান্তি এবং ন্যায়-নীতিকে মারাত্মকভাবে পদদলিত করছে।

আজকাল সকল মুসলমান দেশে যেসব ফিতনা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছে আর স্বার্থপররা সেটিকে যেভাবে কাজে লাগাচ্ছে এর কারণ হলো সরকার জনসাধারণের কল্যাণ এবং মঙ্গলার্থে কাজ করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করছে। রাষ্ট্রপ্রধানরা ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু নয়।

সম্প্রতি তুর্কিতে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছে, নিঃসন্দেহে তা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে কোনভাবেই বৈধ বা যুক্তিযুক্ত নয়। এর কোন বৈধতা নেই, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিচ্ছে তাও ক্রুরতাপূর্ণ। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সরকারের বিরোধী সেই বিদ্রোহে তাদের কোন ভূমিকা না থাকলেও তাদেরও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অথচ এরা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, এর ফলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাৎক্ষণিকভাবে বা কিছুকালপরে প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রকাশ পায়। আর এই প্রতিক্রিয়াকে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো কাজে লাগায় এবং সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। পরাশক্তিগুলো অস্ত্র বিক্রি করে আর উভয় পক্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ইরাক, লিবিয়া এবং সিরিয়াতে এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও মুসলমান সরকারগুলির চেতনা হয় না। যদি কুরআনের শিক্ষা নিয়ে প্রণিধান না করা হয়, যদি মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন না করা হয় তবুও চিন্তা-ভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়াই হল বুদ্ধিমত্তার কাজ। এটি লক্ষ্য করুন যে, মুসলমান দেশগুলির মধ্যে মতভেদ, অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করার কারণে আখের কাদের লাভ হচ্ছে। কিন্তু এরা বোঝে না। সুতরাং এসব মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর জন্য এই দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

এছাড়া সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো পাশ্চাত্যে নিরীহ লোকদের হত্যা করার এক পাশবিক এবং নিষ্ঠুর খেলায় মত্ত থেকে ইসলামকে চরমভাবে দুর্নাম করা শুরু করেছে। ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য হয়তো ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলোই অমুসলিম বিশ্বে এদের দ্বারা এমন কাজ করাচ্ছে- এমনটি হওয়াও অসম্ভব নয়। এর ফলে ইসলামও বদনাম হবে আর এরাও সাহায্যের নামে এবং পৃথিবীকে সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করার নামে এসব দেশে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ লাভ পাবে।

যদি সঠিক ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহলে তাদের জানা উচিত যে, নিরীহ লোকদের এভাবে হত্যা করা, এয়ারপোর্ট এবং স্টেশন সমূহে মুসাফির আর শিশু ও মহিলা এবং বৃদ্ধ ও অসুস্থ্যদের এবং গির্জায় গিয়ে সাধারণ মানুষ এবং পাদ্রিদের হত্যা করা কোন ইসলামী শিক্ষা নয়। মহানবী (সা.) যুদ্ধে যে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তাদেরকেও এই দিক-নির্দেশনা দিতেন যে, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী এবং পাদ্রীদেরকে হত্যা করবে না। নিরস্ত্র কোন মানুষকে হত্যা করবে না বা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় না কোনভাবে তাদের ক্ষতি করবে না, হত্যা করা তো দূরের কথা।

(তিবরানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৪)

সুতরাং এটি কুরআনেরও শিক্ষা নয় আর মহানবী (সা.)-এরও শিক্ষা নয় এবং তিনি (সা.) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন আর সাহাবা রিজওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম, কারও আমল বা কর্ম থেকে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধর্মের নাম রেখেছেন ইসলাম, আর এই নামই সন্ত্রাস, বলপ্রয়োগ এবং সহিংসতাকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানায় আর শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়। ইসলামের অর্থই হলো শান্তিতে বসবাস করা এবং অন্যের জন্য শান্তির বিধান করা।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন- وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ (সূরা ইউনূস ১০:২৬) আর আল্লাহ্ তা'লা শান্তি এবং নিরাপত্তার নিবাসের প্রতি আহ্বান জানান। একজন প্রকৃত মুসলমান যে নামায পড়ে সে খোদার দয়া, করুণা এবং কৃপার ভিক্ষা চায়। কিন্তু যারা যালেম এবং অত্যাচারী তারা কুরআন মানেও না, কুরআনের ওপর প্রতিষ্ঠিতও নয় আর নামাযও পড়ে না। তারা এক নতুন ধর্ম এবং নতুন শরীয়ত উদ্ভাবন করেছে। যাহোক একজন প্রকৃত মুসলমান যখন এটি চায় অর্থাৎ নিরাপত্তা চায় এবং নামায পড়ে তখন সে দুষ্কর্ম, অহংকার, অনাচার-কদাচার এবং পাপাচারিতা থেকে মুক্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায মানুষকে অপছন্দনীয় বিষয়াদি এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখে। এরপর ইসলাম বলে যে, সালামের প্রচলন কর আর শান্তির প্রচার ও প্রসার কর। সালাম বলা বা সালাম দেওয়া শুধু মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়নি। যদিও আজকাল পাকিস্তানের দেশীয় আইন আলেমদের প্রভাবাধীন হওয়ার কারণে এটিকেও তারা কুক্ষিগত করেছে। অর্থাৎ মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ সালাম বলতে পারবে না, আর আহমদীরা তো সালাম করার কোন অধিকারই রাখে না। মহানবী (সা.)-এর যুগে বিনা ব্যতিক্রমে সবাইকে সালাম করা হতো। (সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

ইসলামের এই যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমি উল্লেখ করলাম, তা শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে যেগুলো আমি সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। এর বিস্তারিত আলোচনায় যদি যান, যে কোন একটি নির্দেশকে নিয়ে যদি আপনি বিশ্লেষন করেন তবে আপনি দেখবেন যে, ইসলাম হল শান্তি, নিরাপত্তা, ঐক্য ও সংহতির ধর্ম, সন্ত্রাসের ধর্ম নয়।

পৃথিবীর মন যদি জয় করতে হয়, যদি পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার আর বিস্তার করতে হয় তাহলে তা কেবল ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। সহিংসা, কট্টরপন্থা, উগ্রতা এবং আলেমদের নিজেদের বানানো শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। কিন্তু এই পথ কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগের ইমাম রূপে প্রেরণ করেছেন। ন্যায়-নীতি একমাত্র তিনিই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, ন্যায় বিচারক এবং হাকাম ও আদাল হিসেবে পাঠিয়েছেন। ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তিনিই বলবৎ করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন।

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আমরা যুগ ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ আর যুগ মাহদীকে মেনেছি। পৃথিবীতে যে যুলুম হচ্ছে আমরা সেই যুলুমের অংশীদার হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন:

"ইসলাম তার শিক্ষাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে, প্রথমতঃ আল্লাহ্র অধিকার বা আল্লাহ্র প্রাপ্য। আর দ্বিতীয়তঃ বান্দাদের প্রাপ্য বা বান্দাদের অধিকার। আল্লাহ্র অধিকার হলো তাঁর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতাকে আবশ্যক জ্ঞান করা। আর বান্দার অধিকারের অর্থ হল আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিরোধের কারণে কাউকে যাতনা দেওয়ার রীতি মোটেই ভালো নয়। সহানুভূতি এবং সদাচার প্রদর্শন করা এক বিষয় আর ধর্মীয় বিরোধিতা ভিন্ন বিষয়। মুসলমানদের সেই শ্রেণী যারা জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্তিতে নিপতিত তারা কাফেরদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা বৈধ জ্ঞান করে"।

তিনি আরও বলেন: "বরং তারা আমার সম্পর্কেও ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে, এর ধন-সম্পদ লুটপাট কর।" (অ-আহমদী আলেমদের এই ফতোয়া জামাতের বিরুদ্ধে আজও বলবত রয়েছে। এরা ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে এদের ধন-সম্পদ অর্থাৎ আহমদীদের এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধন-সম্পদ লুটে নাও) তিনি বলেন, "বরং তাদের স্ত্রীদেরকে বের করে নিয়ে যাও। অথচ ইসলামে এমন নোংরা শিক্ষা কখনও দেওয়া হয়নি। এটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ এক ধর্ম। অথবা আমরা এভাবে

বলতে পারি, যেভাবে পিতা তার পিতৃত্বে কোন অংশীদারিত্ব পছন্দ করেন না এবং চান যে, তার সন্তানরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসে, আর এটি চান না যে, তারা পরস্পরকে হত্যা করুক। অনুরূপভাবে ইসলামও যেখানে এটি চায় যে, আল্লাহ্‌র সাথে যেন কাউকে শরীক করা না হয়, সেখানে ইসলাম এটিও চায় যে, মানব জাতির মাঝে যেন পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং ঐক্য বজায় থাকে।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১)

সুতরাং এটি হলো সেই শিক্ষা যা অবলম্বন করে মুসলমানরা বিশ্বে ইসলামের বৈভব ও মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অর্থাৎ তারা খোদার অধিকারও প্রদান করবে এবং পরস্পরের প্রাপ্যও প্রদান করবে। আর ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে মানব জাতির মাঝে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। অন্যায়ভাবে নিরীহ লোকদের হত্যা করবে না বরং ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার তরবারির মাধ্যমে মন জয় করে খোদা এবং রসূলের চরণে মানুষকে উপস্থিত করুন। আত্মঘাতি হামলা করে বা যুলুম ও অন্যায় করে খোদাকে অসন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা আর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। ইসলামের ক্রোড়কে পিতৃস্নেহ এবং রহমতের ছায়ায় পরিণত করুন। নিজেদের অন্যায় কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইসলামের ওপর আপত্তিকারী এবং হামলাকারীদের আর সুযোগ দেবেন না। যদি এরা বিরত না হয় তাহলে স্মরণ রাখবেন যে, জাগতিক উপায় উপকরণ আর হামলা ওআক্রমণের মাধ্যমে তারা কখনও পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করতে পারবে না।

আর আহমদীদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের নামে এই বিভ্রান্ত শ্রেণীর প্রতিটি আক্রমণ যেন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রতি আমাদের মনোযোগী করে তোলে। ইসলামের সুনাম হানিকর এমন প্রত্যেকটি কর্মের পর পৃথিবীর মানুষকে আমাদের অবগত করতে হবে যে, আমার ধর্ম শান্তি এবং সৌহার্দ্য আর নিরাপত্তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের প্রত্যেককে এই কথা বলতে হবে। যদি ইসলামের অনুসারীদের কেউ এমন করে যা শান্তি এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বা ধ্বংস করে তাহলে তা সেই ব্যক্তি বা সেই গোষ্ঠির ব্যক্তিগত এবং স্বার্থপরতামূলক আচরণ হবে। ইসলামী শিক্ষার সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ কাজ। এর দায়-দায়িত্ব সেই সকল লোকদের ওপরই বর্তায় যারা এমন অপকর্ম করে। ইসলামী শিক্ষার ওপর তা বর্তাতে পারে না।

এটি খোদার পরম কৃপা এবং অনুগ্রহ যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই কাজের জন্য পৃথিবীর সকল দেশে অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে। আর এখন খোদার কৃপায় প্রচার মাধ্যমের সুবাদে এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। তাদের পত্র-সাংবাদিকরা নিজেরাই লেখে, আর ফ্রান্সে নির্দয়ভাবে যে পাদ্রীকে হত্যা করা হয়েছে তার পরেই একজন পত্র-সাংবাদিক লিখেছে যে, এই যে কাজ, এটি এই কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, পৃথিবীতে ধর্মীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই পত্র-সাংবাদিক নিজেই লিখেছেন যে, কিন্তু সত্য এটি নয়। এটি ধর্মের ছদ্মাবরনে স্বার্থপর শ্রেণী এবং মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের যুদ্ধ।

পোপ সাহেবও খুব ভালো বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে কিন্তু এটি ধর্মীয় যুদ্ধ নয় বরং এটি স্বার্থের দ্বন্দ্ব। সেই সকল লোকদের যুদ্ধ এর পেছনে যাদের স্বার্থ রয়েছে । কেননা কোন ধর্ম অন্যায় এবং যুলুমের শিক্ষা দেয় না। এখন পর্যন্ত অমুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের লোকদের বোঝাচ্ছে বা নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু এই যুলুম এবং নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে যাবে তখন মানুষ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করবে। তাই ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করার আমাদের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে ।

যাই হোক একদিকে এইরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কিন্তু অপর দিকে এমন শ্রেণীও আছে যাদের কাছে আমাদের সঠিক বাণী এবং শিক্ষা পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু তারা এর নেতিবাচক অর্থ করার চেষ্টা করে। একজন আমাকে লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি, যে সম্ভবত মুর্তাদ হয়ে গেছে বা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, আমার বরাতে একটি টুইট করেছে আর আমার ছবিও হয়তো এতে দেওয়ার পর লিখেছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম আর রসূলে করীম (সা.) অত্যাচার এবং বর্বরতাপূর্ণ আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এরপর সে নিজের পক্ষ থেকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করতে গিয়ে লিখেছে যে, এই নির্দেশ মহিলাদের জন্য নয়, যারা ইসলাম ছেড়ে দেয় বা মুর্তাদ হয়ে যায় তাদের জন্য নয়, অমুক কাজের জন্য নয় আর অমুক কাজের জন্য নয়। অতএব এমন মানুষও আছে, যারা জামাতে আহমদীয়া কর্তৃক ইসলামের শান্তি প্রিয়তার চিত্র তুলে ধরার ফলে মানুষের ওপর এর প্রভাব পড়তে দেখে সেই প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। আজকাল যেসব বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া রয়েছে, টুইটার, ফেইসবুক ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে যা প্রচার করা হয়, এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত সেই বার্তা পৌঁছে যায়। তো এমন লোকদের ওপর দৃষ্টি রাখাও আমাদের জন্য আবশ্যক, আর সেগুলির উত্তর দেওয়া বা খন্ডন করাও আমাদের দায়িত্ব।

অতএব পৃথিবীর মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছানোর প্রেক্ষাপটে এখনও অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। যদিও জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে পৃথিবী ইসলাম সম্পর্কে অনেকটা জেনে গেছে কিন্তু এখনও আমরা এটি বলতে পারি না যে, আমরা যথেষ্ট কাজ করে ফেলেছি। বিরোধিতার এই যুগে, যখন ইসলামেরও বিরোধিতা হচ্ছে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে আর আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরও বিরোধিতা হচ্ছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে, এতে আমাদেরকে পরম প্রজ্ঞা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে কার্য সাধন করতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম সেই ধর্ম যা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্‌। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনরুত্থান এখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমেই হচ্ছে এবং হবে। খোদা তা'লা এটিই নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত আর একই সাথে এই দোয়াও করা উচিত যে, এই উন্নতির দৃশ্য যেন আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই দেখতে পাই আর আমাদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন এই উন্নতিকে দূরে ঠেলে না দেয়। সুতরাং নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা এবং খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণের জন্য আমাদের অনেক পরিশ্রম এবং দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি যে, ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো আমাদের বিরোধী। আর নামধারী আলেমদের অন্ধ অনুকরণকারী মুসলমানরাও আমাদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু যাবতীয় ভয়-ভীতিকে পরাজিত করে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর মিশনের পূর্ণতার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে। ইউরোপেও প্রশ্ন করেছে আমাকে। সুইডেনের সাম্প্রতিক সফরে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছেন যে, চরমপন্থী দলগুলো আপনাদের বিরোধিতা করে থাকে আর আপনাদের প্রাণ হুমকির মুখে। কিভাবে কাজ করবেন? আমি বললাম, সঠিক বলেছেন, আমার বিপদ রয়েছে, জামাতের সদস্যরাও হুমকির সন্মুখীন। কিন্তু এই হুমকি আমাদেরকে আমাদের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। বিপদ ও আশঙ্কা সবারই রয়েছে, সর্বত্র রয়েছে। আমি তাকে বললাম, তোমরাও প্রাণ নাশের হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাক। এখানে আহমদী বা অমুসলিমের প্রশ্ন নয়। স্বার্থপর মানুষের এজেন্ডা যারা মেনে চলে না বা অনুসরণ করে না বা তাদের কথায় যারা সায় দেয় না তাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আহমদীদের তারাও বিরোধিতা করে যারা উগ্র জাতীয়তাবাদী বা যারা ইসলাম বিরোধী। তাই আমরা উভয় পক্ষ থেকে হুমকির মুখোমুখি। কিন্তু যাই হোক একজন মু'মিন এসব বিষয়ের ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর ইনশাআল্লাহ প্রতিটি আহমদী ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই দিনগুলোতে পৃথিবীর বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য এবং সকল আহমদীর যাবতীয় অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য আর জামাতের সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সর্বত্র দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের দোয়া এবং সদকার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। বিশেষ করে এ দিকে দৃষ্টি থাকা চাই, যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি যে, পরিস্থিতি ক্রমশ: অবনতির দিকে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌ তা'লা দুষ্কৃতদের অপকর্মের কুফল যেন তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেন যারা ইসলামকে দুর্নাম করছে। ইসলামের নামে জুলম ও নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে খোদার ধর্মকে যারা বদনাম করছে, আল্লাহ্‌ তা'লা অচিরেই তাদের শাস্তি প্রদানের এর ব্যবস্থা করুন। আর সকল সমস্যা এবং বিপদাপদকে তিনি দুরীভূত করুন।

রসূল করীম (সা.) দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার বলেছেন, 'যার জন্য দোয়ার দার খোলা হয়েছে তার জন্য যেন রহমতের দার খুলে দেওয়া হয়েছে। আর খোদার কাছে যা কিছু যাচনা করা হয় খোদার দৃষ্টিতে তার মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু হল তাঁর নিরাপত্তা ভিক্ষা চাওয়া, তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য দোয়া করা। এরপর মহানবী (সা.) বলেছেন, দোয়া আগত এবং অনাগত সকল বিপদাপদের মোকাবিলায় কাজে আসে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! দোয়া করার রীতি অবলম্বন করা তোমাদের জন্য অবধারিত।

(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াত)

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন যে, খোদার দৃষ্টিতে দোয়া অপেক্ষা সন্মানিত আর কিছু নাই। এরপর মহানবী (সা.) সদকা খায়রাত বা আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে বলেছেন যে, পরীক্ষা এবং আগুন (জাহান্নাম) থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সদকা খায়রাত কর।

(কুনযুল-আমাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৮)

বরং তিনি (সা.) এটিও বলেছেন যে, সদকা খায়রাত করা বা আর্থিক কুরবানী করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। সাহাবাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যার কাছে কিছুই নেই বা যে একেবারেই নিঃস্ব সে কি করবে? তিনি (সা.) তার উচিত ইসলাম অনুসারে পুণ্য কর্মের আদেশ-নিষেধের শিক্ষা মেনে চলা। পুণ্যের শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা আর পাপ থেকে বিরত রাখাই হল তার জন্য সদকা।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদব)

কিন্তু এর অর্থ মোটেও এটি নয় যে, যে ব্যক্তি আর্থিক কুরবানী বা সদকা করল তাকে পুণ্য কর্মের আদেশ মান্য করা থেকে অব্যহতি দেওয়া হল। বা মন্দ কাজ থেকেও যদি বিরত না থাকে কি যায় আসে কেননা সে সদকা করেছে। এমনটি কক্ষনো নয়। এটি তো খোদার নিজের বান্দাদের প্রতি করুনা দৃষ্টি মাত্র। কেউ যদি নিরুপায় হয়ে থাকে, আর্থিক সঙ্গতি না থাকে তাহলে পুণ্যকর্ম করা আর মন্দ থেকে বিরত থাকাই তার জন্য সদকা রূপে গণ্য হয়। কেউ যদি নেক কাজ না করে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত না থাকে তার আর্থিক কুরবানী বা আর্থিক সদকাও কোন কাজের নয়। যেভাবে লোক দেখানো নামায কোন গুরুত্ব রাখে না আর নামাযীদের মুখে তা ছুড়ে মারা হয় একইভাবে সদকারও কোন গুরুত্ব থাকে না। একজন মু'মিনের কাছে এটিই আশা রাখা হয় যে, সে যখন সদকা করে, দোয়া করে তার প্রতিটি কাজকে খোদার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করার চেষ্টা করতে হয়। এই অবস্থা যখন হয় তখন তা খোদার কৃপা বা অনুগ্রহরাজী আকর্ষণের কারণ হয় আর বিপদ-আপদ এবং সমস্য থেকে তা মানুষকে রক্ষা করে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেছেন- "দোয়া এবং সদকার মাধ্যমে বিপদ-আপদ দুরীভূত হয়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৮১-৮২)

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে তিনি বলেন- "দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত হল মানুষের নিজের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা। যদি পাপ থেকে বিরত থাকতে না পারে, খোদার নির্ধারিত সীমাকে সে লঙ্ঘন করে তাহলে দোয়ায় কোন কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকে না।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৭)

সুতরাং খোদার নির্ধারিত গন্ডীর মধ্যে থেকে আমাদের দোয়া, আর্থিক কুরবানী এবং সদকার ওপর জোর দেওয়ার অনেক চেষ্টা করতে হবে তবেই আমরা ক্রমধারায় খোদার কৃপাভাজন হতে পারব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন- "আমি সব সময় দোয়া করি কিন্তু তোমাদেরও দোয়ায় সব সময় রত থাকা উচিত। নামায পড় আর তওবা কর। যদি এমনটি হয় তাহলে খোদা তা'লা নিজেই নিরাপত্তার বিধান করবেন। পুরো পরিবারে এক ব্যক্তিও যদি এমন থাকে তাহলে তার কল্যাণে খোদা অন্যদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। যাদের বিশেষ ঈমান থাকে খোদা তাদের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি রাখেন, এবং তিনি নিজেই তাদের হেফাজত করেন।"

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা কখনও কোন সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবানের সহিত অবিচার করেন না। সারা পৃথিবীও যদি তার শত্রুতা রাখে তারা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা মহা শক্তির আধার, মানুষ ঈমানের শক্তিবলে তার নিরাপত্তার ছায়ায় স্থান পায়। তার শক্তি এবং ক্ষমতার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ দেখে, আর কোন লাঞ্ছনা তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। স্মরণ রেখ যে, খোদা তা'লা শক্তিশালীর চেয়েও বেশি শক্তিশালী বরং তিনি যা করতে চান তা করার পুর্ণ ক্ষমতা রাখেন। নিষ্ঠাসহকারে নামায পড়, দোয়ায় নিয়োজিত থাক, নিজের সকল আত্মীয়-স্বজনকে ও প্রিয়জনদের এই শিক্ষাই দাও। সম্পূর্ণভাবে যে খোদামুখী যে হয়ে যায় তার কখনও কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতির মূল হল পাপ।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৬৭-৭০)

সুতরাং বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করতে হবে। যেন তিনি সকল বিপদাপদ এবং সমস্যকে দুরীভূত করেন আর শত্রুদেরকে ব্যর্থ করেন। জামাতের বিরোধীদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণকে আল্লাহ্ তা'লা ব্যর্থ করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুরআনেও কিছু দোয়া শিখিছেন যা আমাদের পাঠ করা উচিত আর তা বুঝে পাঠ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনে বিদ্ধৃত বিভিন্ন দোয়া সম্পর্কে আমাদেরকে পথের দিশা দিয়েছেন। আর এই গূঢ় কথা শিখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে যে সমস্ত দোয়া শিখিয়েছেন তা এই উদ্দেশ্যেই শিখিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ চিত্তে এই দোয়াগুলো করে খোদা তা'লা তা গ্রহণ করবেন। সুতরাং বিপদাপদ দুরীভূত হওয়া এবং অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই কুরআনী দোয়ার ওপর আমাদের জোর দেওয়া উচিত। কুরআন করীম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছে যা সচরাচর আমরা নামাযে পাঠ করে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দোয়াটিকে পড়ার প্রতি আমাদেরকে গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। দোয়া হল رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা বাকারা: ২০২) 'হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে ইহজাগতিক কল্যাণে ভুষিত কর এবং পারলৌকিক কল্যাণেও ভুষিত কর আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর।'

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, "মানুষ ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দু'টো বিষয়ের মুখাপেক্ষি। একটি হল ইহজাগতিক সংক্ষিপ্ত জীবন এবং এতে যে সমস্ত সমস্যা বিপদাপদ এবং পরীক্ষার সম্মুখিন হয় তা থেকে নিরাপদ থাকা। দ্বিতীয়টি হল অনাচার, কদাচার, পাপাচারিতা এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা তাকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়, সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া। ইহজাগতিক কল্যাণ হল দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার বিপদাপদ, অপবিত্র জীবন এবং লাঞ্ছনা থেকে যেন সে মুক্ত থাকে। ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানা-এর মধ্যে যে পারলৌকিক দিকটি রয়েছে সেটিও জাগতিক নেকী এবং পুণ্যেরই ফল। যদি জাগতিক কল্যাণরাজী লাভ হয় মানুষের তা পরলোকের জন্য একটা ভাল লক্ষণরূপে গণ্য হতে পারে।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা:৩০২-৩০৩)

আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করার যে দিকটি আছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে, "এটি শুধু সেই অগ্নিই নয় যা কেয়ামত দিবসে প্রকাশ পাবে।..... পৃথিবীতেও সহস্র সহস্র প্রকার অগ্নি রয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "বিভিন্ন প্রকার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়-ভীতি, আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক, রোগ-ব্যাধি এইসবই এর অন্তর্গত। মু'মিন দোয়া করে যে, সকল প্রকার অগ্নি থেকে আমাদের রক্ষা কর।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৯)

এরপর রয়েছে, অবিচলতা এবং দৃঢ়চিত্ততার জন্য দোয়া। অনেক সময় পরিস্থিতি প্রতিকুল হয়, পরীক্ষা আসে, মানুষ অবিচল থাকতে পারে না। আমাদেরকে অবিচলতার দোয়া শিখিয়েছেন, শত্রু বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের দোয়া শিখিয়েছেন, দোয়া হল-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮) 'হে আমাদের প্রভূ! আমাদের দোষত্রুটি, দুর্বলতা, আমাদের কার্যকলাপে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, আমাদের অবিচল কর, দৃঢ়চিত্ত কর আর কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন যে, অতএব এটি থেকে স্পষ্ট যে, খোদা তা'লা যদি পাপ ক্ষমা না করতেন তাহলে এমন দোয়া আদৌ শিখাতেন না।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা-২৫)

কুরআনের আরেকটি দোয়া রয়েছে যে, رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ (আল-কাসাস: ২৩) হে খোদা তোমার কল্যাণরাজী হতে যা কিছু আমার প্রতি অবতীর্ণ কর আমি তার ভিখারী। এই দোয়াও করা উচিত। কুরআনে আরো অনেক দোয়া রয়েছে যা খোদার কৃপাবারী আকর্ষণের জন্য সব সময় পড়া উচিত। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে যে সব দোয়ার উল্লেখ করেছেন তা করার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র কাছে মানুষ যদি বিশুদ্ধ চিত্তে এই দোয়াগুলো করে তাহলে আল্লাহ্ সেইসব দোয়া গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকেন।

এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর দোয়াও রয়েছে। মসীহ্ মওউদের বিভিন্ন দোয়া রয়েছে। দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আমার প্রতি এলকা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই দোয়া শিখিয়েছেন। সেই দোয়া হল 'রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফাযনি ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী'। তিনি বলেন যে, আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে যে, এটি ইসমে আজম (মহান নাম) যে ব্যক্তি এই শব্দগুলো পড়বে সে সকল বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।"

(মালফযুাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৪)

আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে সমষ্টিগতভাবে জামাতের সদস্যদের মোটের ওপর সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন, বিরোধিদের অনিষ্টকারিতা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিন। মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদার প্রেরীত ব্যক্তিতে গ্রহণ করতে পারে আর ঐক্যবদ্ধ উম্মত হিসেবে ইসলামের শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীতে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং প্রচার করতে পারে।

নামাযের পর আমি তিনটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হল জনাব ইভান ওয়ারনান সাহেবের, যিনি বেলীযের অধিবাসী। কয়েকদিন পূর্বে ৪৯ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। বেলিয জামাতের প্রথম আহমদীদের একজন। ইন্তেকালের পূর্বে সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করছিলেন । ২০১৪ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। খুবই নিবেদিত প্রাণ ও একনিষ্ঠ আহমদী ছিলেন। আহমদীয়াত সম্পর্কে আবেগ রাখতেন। যদিও স্বল্পকাল পূর্বেই বয়আত করেছিলেন কিন্তু এমন আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার দিক থেকে জামাতের সাথে তার এমন সম্পর্ক ছিল, অনেক পুরনো আহমদীদের মধ্যেও হয়ত এমনটি থাকে না। খোদা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এমন আরও নিবেদিত প্রাণ আহমদী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা সৈয়দ নাদের সৈয়দাঈন সাহেবের যিনি রাবওয়ার নাসের ফায়ার এন্ড রেসকিউ সার্ভিসের ইনচার্জ ছিলেন। তিনি গোলাম সৈয়দাঈন সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ২৩শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে তিনি ইসলামাবাদে ৫৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। হৃদপিন্ডের রক্তনালীতে রক্ত জমে যাওয়ার কারণে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তার দাদী ১৯০৫ সনে কুহাট থেকে পত্র লিখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বয়আত করেছিলেন। কিন্তু পরিবারের অন্যান্যরা আহমদী হয় নি। সৈয়দ নাদের সৈয়দাঈন ১৯৮২ সনে নিজেই যাচাই-বিচার করে বয়আত করেন। করাচিতে বিএসসি করেন, এরপর সেখানেই বসবাস শুরু করেন। ১৯৮৯ তে করাচি থেকে ইসলামাবাদে বদলি হয়ে আসেন। মজলিস খোদ্দামুল আাহমদীয়ার জেলা পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিভাগে খেদমত করার সুযোগ লাভ করেছেন। জেলার 'মহতামিম' ছিলেন, খেদমতে খালকের কাজ করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় মেডিকেল ক্যাম্প লাগানোর সৌভাগ্য হয়েছে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইসলামাবাদ জেলার রাইটার ফোরামের ইনচার্জের দায়িত্ব পালনেরও তার সৌভাগ্য হয়েছে। এরপর ইসলামাবাদ থেকে রাবওয়ায় বদলি হয়ে আসেন। ২০০০ সনে জীবন উৎসর্গ করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধিনে নাসের ফায়ার এন্ড রেসকিউস সার্ভিস নামে যে দমকল বাহিনী রয়েছে সেখানে তিনি বিভাগীয় ইনচার্জ ছিলেন। স্পোর্টস কম্লেক্স-এরও তিনি ইনচার্জ ছিলেন। জুডো, কেরাটে এবং মার্শাল আর্টে দক্ষ ছিলেন। আন্তর্জাতিক মানের প্রসিদ্ধ মার্শাল আর্ট বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য দেশেও পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন । রাবওয়াতেও তিনি খোদ্দামদের বা আতফালদের মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততার সাথে জামাতের খিদমত করতেন। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সব সময় হাসী মুখে থাকতেন। স্বাস্থ্য যতই খারাপ হোক আর সমস্যা যতই ভয়াবহ হোক না কেন সব সময় হাসি-খুশি খাকতেন। খোদা তা'লা পরকালেও তার সাথে এমনই ব্যবহার করুন যা তার জন্য আনন্দের কারণ হবে এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও। আল্লাহ্র কৃপায় তিনি মসী ছিলেন। রাবওয়াতেই কবরস্থ হয়েছেন। স্ত্রী ছাড়া তার পিতা-মাতা জীবিত আছেন। তিনি তিন কন্যা এবং তিন পুত্র রেখে গেছেন। তার এক ছেলে মাদ্রাসাতুল হিফজে কুরআনে হিফজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা জনাব নজীর আহমদ আইয়াজ সাহেবের। যিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২৩ জুলাই ২০১৬ সনে ৬৯ বছর বয়ছে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি ১৯৪৭ সনের ২৩ মে তানজানিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। ১৯৭৭ সনে নিউইয়র্ক স্থানান্তরিত হন আর জামাতী কাজে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে সেক্রেটারী মাল এরপর ৩৫ বছর পর্যন্ত নিউইয়র্ক জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। নিউইয়র্কের বিভিন্ন নামাজের কেন্দ্রে প্রত্যেক মাসে একবার জামাতের মুবাল্লেগের সাথে যেতেন। আর্থিক কুরবানী এবং সব আর্থিক তাহরীকে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করতেন। জামাতের সদস্যদের রীতিমত ই-মেইল ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন । জামাতের কাজ সানন্দে এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে করতেন। প্রায়শঃই যুবকদের প্রশিক্ষণও দিতেন। অনেক সময় কর্মকর্তারা কর্মীদের দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করে না কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য ছিল যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করতেন, জামাতের খেদমতে তারা যেন এগিয়ে আসে। মসজিদে বা কেন্দ্রে যুবক যুবতীদের আনার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, খেলাধুলার ব্যবস্থা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন যেন মনোযোগ আকৃষ্ট থাকে। আজকালকার যুবকরাযেন তারা পথহারিয়ে না বসে। রীতিমত প্রত্যেক রবিবার পুরুষ-মহিলার তালিমী ক্লাসের ব্যবস্থা করতেন। তাহের একাডেমী নামে সেখানে সেটি জারী রয়েছে। হিউম্যানেটি ফার্ষ্ট নিউইয়র্কের তিনি ডাইরেক্টর ছিলেন। এ ক্ষেত্রেও অনেক কাজ করেছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি সব কাজ করতেন, প্রয়োজনে কেন্দ্রে পরিস্কারপরিচ্ছন্নতার কাজও তিনি করতেন। আর ময়লা আবর্জনা বয়ে এনে বাইরে ফেলে আসতেন। নামাযের প্রতি গভীর একাগ্রতা ছিল। নিউইয়র্কে মুসীদের মাকবারায় তিনি কবরস্থ হয়েছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা আসমা ইয়াজকে ছেড়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একবার তাকে বলেছিলেন, আপনি আমেরিকার জামাতগুলোর জন্য একজন আদর্শ প্রেসিডেন্ট। আমার দোয়া থাকবে যে, সব সময় যেন আপনি এমনই থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এমন প্রেসিডেন্ট আরো যেন সামনে আসে। ৩৫ বছর পর্যন্ত জামাতের নিষ্ঠাবান প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি সেবা করার পেয়েছেন।

আমেরিকার আমীর সাহেব এবং নায়েব আমীর সাহেব লিখেছেন যে, পরম বিনয়ের সাথে তিনি জামাতের কাজ করতেন। ব্যবস্থাপনার কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আর জামাতের সদস্যদের সাথে একত্রে সাধারণ কর্মীর ন্যায় কাজ করতেন। শুধু কর্মকর্তা সেজে বসে থাকেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আমি যেভাবে বলেছি, নামাযের পর তাদের সকলের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

মুসলিম উলেমাদের সর্বসম্মত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস অনুসারে আমরা ইসলামের ৭৩ তম দল, এবং ৭২ দলের বিপরীতে আমরাই মুক্তিপ্রাপ্ত

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: বানী ইসরাঈল জাতি অবশ্যই ৭২ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আমার জাতি ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু একটি দল ছাড়া সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন সেই (মুক্তিপ্রাপ্ত) দল কোনটি হবে? হুযুর (সা.) উত্তর দিলেন, সেই দল আমার এবং আমার সাহাবার পদাঙ্গ অনুসরণকারী হবে। (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয় আইনসভা জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে কুফ্রের ফতোয়া আরোপ করে। পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি সংবাদ শিরোণাম তৈরী করে লেখে, " জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে ৭২ টি দল একমত"। পত্রিকা 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত লাহোর' লিখে,

"ইসলামের ইতিহাসে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ জাতির এমন পূর্ণ ঐক্যমত ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। এই জাতীয় সংহতিতে দেশের বড় বড় উলেমা, শরীয়ত ধারীরা ছাড়াও রাজনিতিকবর্গ এবং প্রত্যেক দলের রাজনৈতিক নেতা সর্বতভাবে ঐক্যমতে পৌঁছান। এবং সুফিয়াগণ, আরিফ বিল্লাহগণও একমত যে কাদিয়ানী ছাড়া মুসলমানদের অবশিষ্ট যে ৭২টি দল হিসেবে পরিচিত রয়েছে তারা সকলেই এই সমস্যার এই সমাধানে ঐক্যমত পোষণ করে এবং সকলেই আনন্দিত।"

(নোওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৬ অক্টোবর, ১৯৭৪)

ইসলামের উলেমাগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজেদেরকে ৭২ এবং জামাত আহমদীয়াকে ৭৩ তম রূপে স্বীকার করেছে। হাদিস অনুসারে আঁ হযরত (সা.)-এর সিদ্ধান্ত হল ৭২টি দল জাহান্নামী এবং একটি দল মুক্তি প্রাপ্ত হবে। একটি বর্ণনায় আছে তিনি (সা.) বলেছেন, সেটি একটি দল হবে। জামাত আহমদীয়া একটি দল যার একজন নেতা আছে যার আনুগত্য করা আবশ্যক। পুরো মুসলিম বিশ্বে জামাত আহমদীয়া ছাড়া কোন এমন দল নাই যার মধ্যে একজন অনুসরন যোগ্য ইমাম আছে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 1st Sep, 2016 Issue No. 26

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

স্থানীয় নাগরিকদেরকেও একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সুইডেন মানবতার সেবাকে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে মনে করে এই সকল শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দান করেছে। এই কারণে তাদের উচিত সেবা ও ভালবাসার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবাগতদেরকে স্বাগত জানানো। আমি পুনরায় বলব যে, এই সকল শরণার্থীদের নিজেদের সমাজের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে রাখার বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরী।

যতদূর ইসলামী শিক্ষার সম্পর্ক, আমি এবিষয়ে আপনাদেরকে পুনরায় আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইসলাম সকলের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালবাসার ধর্ম। ইসলাম মুসলমানদের নিকট দাবী করে, তারা যেন নিজেদের দেশকে ভালবাসে, বিশ্বস্তার সম্পর্ক রাখে এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে।

সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে ১৭ ই মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর ভাষণ

(দ্বিতীয় ভাগ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্থানীয় মানুষদের অধিকার যেন কোনক্রমেই উপেক্ষিত না হয় বা তাদের উপর কোন প্রকার মন্দ প্রভাব যেন না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য আমি প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারকদেরকে পরামর্শ দিব। এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং এদিকে অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগের সাথে দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, স্থানীয় মানুষদের মধ্যে যদি অভিবাসীদের জন্য বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়ে নেয় তবে এর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকবে। স্থানীয় নাগরিকরা শরণার্থীদের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে যার ফলে মুহাজিরদেরকে হয়তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। এবং হয়তো একাকিত্বের কারণে কিছু শরণার্থী উগ্রপন্থীদের খপ্পরে পড়ে কট্টর পন্থার শিকারে পরিণত হবে। এমনও হতে পারে যে, এই ভাবে তারা এমন অশুভ তন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে যার ফলে দেশের শান্তি ও স্থিরতা বিপর্যস্ত হয়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: খোদা না করুক, যদি এমন উগ্রপন্থীরা তাদের কয়েকজনকেও কট্টরপন্থীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়ে যায় তবে সেটি এই জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ, শান্তি ও নিরাত্তার জন্য একটি মস্ত বিপদে পরিণত হবে। অতএব যেরূপ আমি বলেছি, একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এবং অত্যন্ত সাবধনতার সাথে উগ্রপন্থার বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রশাসন একদিকে যেমন এই সকল শরণার্থীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে, তেমনি প্রশাসনকে তাদের নিকটও এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে যে, এই সকল শরণার্থীদের কাছে তাদের প্রত্যাশা হল তারা যেন যথাশীঘ্র স্বনির্ভর হয়ে ওঠে এবং সমাজ কল্যাণে নিজেদের অবদান দেয়। অন্যদিকে স্থানীয় নাগরিকদেরকেও একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সুইডেন মানবতার সেবাকে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে মনে করে এই সকল শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দান করেছে। এই কারণে তাদের উচিত সেবা ও ভালবাসার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবাগতদেরকে স্বাগত জানানো। আমি পুনরায় বলব যে, এই সকল শরণার্থীদের নিজেদের সমাজের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে রাখার বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরী। নচেৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতদূর ইসলামী শিক্ষার সম্পর্ক, আমি এবিষয়ে আপনাদেরকে পুনরায় আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইসলাম সকলের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালবাসার ধর্ম। ইসলাম মুসলমানদের নিকট দাবী করে, তারা যেন নিজেদের দেশকে ভালবাসে, বিশ্বস্তার সম্পর্ক রাখে এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে। এখানকার মুসলমান নেতৃবৃন্দকে পশ্চিমা বিশ্বে আগমণকারী সকল মুহাজিরদেরকে এই বার্তাই দেওয়া উচিত। এদেরকে এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে, দেশ ও জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া তাদের কতর্ব্য। তাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করানো উচিত যে, তারা এক নবজীবন লাভ করেছে এবং নিজেদের সন্তানদের এমন একটি দেশে লালন-পালন করার সুযোগ লাভ করেছে যেখানে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই। এই কারণে এই নতুন দেশকে মূল্য দেওয়া এবং এর প্রতি যত্নবান হওয়া তাদের আবশ্যিক কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই বিষয়টি সম্পর্কে একটু বিষদ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সম্মুখে কিছু ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করব। আমার বিশ্বাস এই শিক্ষামালা স্থানীয় স্তরে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। কুরআন করীমে সূরা আল-মায়েদা-র ৯নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন:

" হে মোমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক খবর রাখেন।"

এই আয়াতের শব্দগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে মুসলমানদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধেও বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নেয়। বরং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তারা যেন সর্বত্র ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। লক্ষ্য করে দেখুন যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি কিরূপ অনন্য শিক্ষা। ইসলাম কেবল মুসলমানদের ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকারই নির্দেশ দেয় নি বরং ন্যায়-নীতি যা দাবি করে সেই মানও নির্ধারণ করে দিয়েছে । কুরআন করীমের সূরা নিসার ১৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন: " হে মোমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, আল্লাহ্‌র সাক্ষী স্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্য অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করিতে কামনার অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।"

অতএব ইসলাম শিক্ষা দেয়, একজন মুসলমানকে সত্য এবং ন্যায়-নীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যদি নিজের মাতা-পিতা, নিকটজন, আত্মীয়-স্বজন এবং এমনকি নিজের বিরুদ্ধে পর্যন্ত সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সন্দেহাতীতভাবে ন্যায়-নীতির জন্য এর থেকে উত্তম মান হওয়া সম্ভবই নয়। অতএব এই শিক্ষাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীমে সূরা হুজরাতের ১০ নম্বর আয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সোনালী নীতি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'লা বলেন, যখন দুটি দেশ বা দু'টি গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন অন্যান্য দলসমূহের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই লড়াইয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা। যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব না হয় তবে অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পৃথিবী যদি এই নীতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় তবে মানবজাতি সম্ভাব্য যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার সময়টুকু পেতে পারে।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir